উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শুক্রবার ২২ কার্তিক ১৪২৫ ■ ৩৯ বর্ষ ■ ১৭০ সংখ্যা

বাতাসে বিষ

মহিলা ভক্তদের প্রবেশ নিয়ে শবরীমালা মন্দির চত্বরে ধুন্ধুমার কাণ্ড আমাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা দিয়েছে। সেখানে খবর করতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছেন এক চিত্রসাংবাদিক। ওই মন্দিরের আরাধ্যা দেবতা আয়াপ্পা চির ব্রহ্মচারী। তাঁর মন্দিরে দশ থেকে পঞ্চাশ বছর বয়সি মহিলাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। দেশের সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে সম্প্রতি সেই নিষেজ্ঞা খারিজ হয়ে যায়। আদালতের নির্দিশে সব মহিলা এখন মন্দিরে প্রবেশের অধিকার পেয়েছেন। কিন্তু আদালতের নির্দেশ মানতে নারাজ কিছু 'ভক্ত'। ফলে সেখানে মহিলাদের মন্দিরে প্রবেশ প্রশ্নে ধুন্ধুমার কাণ্ড বেধে যাচ্ছে। আদালতের নির্দেশ মান্যতা পাবে সবার কাছে, এমনটাই স্বাভাবিক। এখন দেখা যাচ্ছে তার ব্যাত্যয় ঘটছে। সম্প্রতি এ রাজ্যে কালীপুজো অনুষ্ঠিত হল। সারা দেশে পালিত হল দেওয়ালি। এই দুই উৎসবের আগে দেশের সর্বোচ্চ আদালত বাজি পোড়ানো নিয়ে কিছু নির্দেশ জারি করেছিল। আদালত রাত আটটা থেকে দশটা পর্যন্ত বাজি পোড়ানোর অনুমতি দেয়। বলা হয়, কম দূষণ ছড়ায় এমন বাজি পোড়ানো যাবে। আদালত কার্যত শব্দবাজি নিষিদ্ধ করে দেয়। বাজি বিক্রি নিয়েও জারি হয় বিধিনিষেধ। বলা হয়, নিরাপদ বাজি বিক্রি করা যাবে এবং তা বিক্রি করতে পারবেন শংসাপ্রাপ্ত ব্যবসায়ীরাই। দিল্লির ক্ষেত্রে এ বছর দেশের অন্যান্য অংশের তুলনায় কিছুটা কড়া নির্দেশ ছিল। দিল্লির মাত্রারিক্ত দূষণের কারণেই এই কড়াকড়ি। নির্দেশে আদালত বলে দিয়েছিল, দিল্লিতে পরিবেশবান্ধব বাজি ছাড়া অন্য বাজি পোড়ানো যাবেই না। এমন কড়া নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে সবাই এই ভেবে আশ্বস্ত হয়েছিল যে, এবার শব্দ অবশ্যই জব্দ হবে। সন্ধ্যার পর দু-ঘণ্টার বাজি পোড়ানো শেষে স্বস্তি ও শান্তি দুই-ই মিলবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, যা ভাবা হয়েছিল তা হয়নি। শব্দ পুরোপুরি জব্দ হয়নি। আতশবাজি নিয়েও যে নির্দেশ তাকে আমল দেয়নি আমজনতা। প্রশাসনের আর্জিতে সাড়া মেলেনি। কালীপুজো আর দেওয়ালিতে নির্দিষ্ট দু-ঘণ্টার বাইরেও দেদার আতশবাজি ফেটেছে এ রাজ্যে। শুধু তাই নয়, অনেক রাতেও বাজির শব্দে কেঁপে উঠেছে পরিবেশ। শব্দবাজি ফাটানোর জন্য ধরপাকড় করেছে পুলিশ। কিন্তু তাতেও বন্ধ হয়নি বাজির উৎপাত। আদালতের নিষেধাজ্ঞা ছিল, তারপরেও তা উপেক্ষিত হল কেন ? এ কেমন প্রবণতা? এই প্রবণতাকে বলা যায় আত্মঘাতী। আদালতের রায় শবরীমালা মন্দিরে মানা হচ্ছে না। তার কারণ ধর্মবিশ্বাস নয়, অন্ধবিশ্বাস। স্রেফ এক সংস্কার। কিছু মানুষ কিছুতেই বুঝতে চাইছে না সময় বদলে গিয়েছে। কিন্তু বাজি পোড়ানো নিয়ে তো কোনো প্রাচীন বিশ্বাস বা সংস্কার নেই। বলতে গেলে, এ তো স্রেফ এক উন্মাদনা। এই উন্মাদনায় কী পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তা ভাবলে আতঙ্কিত হতে হয়। বলা হচ্ছে, কালীপুজো ও দেওয়ালিতে বায়ুদূষণের সূচক বেড়ে গিয়েছে অস্বাভাবিক হারে। পরিবেশবিদরা জানাচ্ছেন, হাওয়ায় বিষের মাত্রা যে হারে বেড়ে গিয়েছে তাতে এটা বোঝা যাচ্ছে যে, সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশিকা বেশিরভাগ জায়গায় মানা হয়নি। দিল্লিতে দূষণ ইতিমধ্যে দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছে। গত ১ নভেম্বর থেকে দিল্লিতে দশদিনের জন্য জারি করা হয়েছে পলিউশন ইমারজেন্সি। কিন্তু কালীপুজো ও দেওয়ালির রাতের দূষণে দিল্লিকে ছাপিয়ে গিয়েছে কলকাতা, হাওড়া, শিলিগুড়ি সহ দেশের বেশ কয়েকটি শহর। এতে দুশ্চিন্তা অবশ্যই বেড়েছে। দূষণ সচেতন কিছু মানুষ অভিযোগ তুলেছেন, অনেক ক্ষেত্রে বেপরোয়া বাজি পোড়ানো রুখতে পুলিশ তেমন সক্রিয় ছিল না। তাঁদের অভিযোগ হয়তো সত্য, কিন্তু একথা তো মানতে হবে মানুষ সচেতন না হলে পুলিশ দিয়ে দূষণরোধ করা যাবে না। এতে একটি ভিন্ন মতও উঠে এসেছে। বলা হচ্ছে, শব্দবাজির তাণ্ডব বন্ধে আরও কড়া আইন প্রণয়ন করা দরকার। মানুষ তার শুভবুদ্ধি ও যুক্তিকে পরিত্যাগ করলে সমস্যা সৃষ্টি হবেই। হচ্ছেও। তাতে জনজীবনে দুর্ভোগ বাড়ছে বই কমছে না।

অমৃতধারা

ঈশ্বর বিনা কারণে সকলের প্রতি দয়া করেন। প্রত্যুপকার ছাড়াই ন্যায় বিধান করেন এবং সকলকে সমান জ্ঞান করে সকলকে ভালোবাসেন। এজন্য তাঁকে মান্য করা কর্তব্য আর কর্তব্য পালন করাই মানুষের মনুষ্যত্ব।

ঈশ্বরকে মেনে নিলে তাঁকে লাভ করবার জন্য তাঁর গুণ, প্রেম, প্রভাব জানার ইচ্ছা হয় এবং তাঁর নাম জপ করবার, স্বরূপকে ধ্যান করবার, গুণগুলির শ্রবণ-মননের চেষ্টা হয়। তাতে মানুষের পাপ, দোষ এবং দুঃখের বিনাশ হয়ে যায় এবং তারা পরমানন্দ লাভ করে।

ভালোভাবে উপলব্ধি করে ঈশ্বরকে মেনে নিলে মানুষের দ্বারা কোনো রকম দুরাচার হতে পারে না। যাদের মধ্যে দুরাচার দেখা যায়, বাস্তবে তারা ঈশ্বরকে মানে না। মিথ্যাই তারা ঈশ্বরবাদী হয়ে আছে।

আন্তরিকভাবে যাঁরা ঈশ্বরকে মানেন তাঁরা সব সময় জয়লাভ করেন। শাস্ত্রগুলিতে ধ্রুব-প্রহ্লাদের মতো অনেক জীবন্ত উদাহরণ আছে। বর্তমানেও এমন মানুষ দেখা যায় যাঁরা আন্তরিকভাবে ঈশ্বরকে মেনে তাঁর শরণাগত হওয়ায় যথেষ্ট উন্নতি করেছেন।

সকল শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রগুলির সার্থকতাও ঈশ্বরকে মান্য করার দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। কেননা সকল শাস্ত্রের ধ্যেয় ঈশ্বরকে প্রতিপাদন করার মধ্যেই নিহিত।

–জয়দয়াল গোয়েন্দকা

শব্দরঙ্গ ■ ২১৪৪

পাশাপাশি ঃ ১। মুসলিম শাস্ত্রানুযায়ী অপবিত্র বা অবৈধ বিষয়বস্তু বা প্রাণী ৩। হাঁটু ও হাতের চেটোর সাহায্যে এগোনো ৫। মূক, স্থূলবুদ্ধি, ঈষৎ বিকৃতমস্তিষ্ক ৬। শ্রীরাধিকার সখীদের অন্যতম, জ্যোতিষে সাতাশ নক্ষত্রের অন্যতম ৮। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেশী একটি রাজ্য ১০। শুকানো খেজুর ১২। নির্দিষ্ট খাজনায় জমি, কারবার প্রভৃতির মেয়াদি বন্দোবস্ত, ঠিকা ১৪। ধূর্ত, ধড়িবাজ, ঝানু ১৫। ঘৃণা, ক্রোধ প্রভৃতির অনুভূতিসূচক শব্দ ১৬। গদি, তোশক, বালিশ প্রভৃতির খোল তৈরির জন্য ব্যবহৃত মোটা কাপড়।

উপর-নীচ ঃ ১। আজেবাজে বস্তু, তুচ্ছ ও অবজ্ঞার যোগ্য ২। অত্যন্ত বীর্যবান বা বিক্রমশালী, জৈন তীর্থশঙ্করবিশেষ ৪। সরাজাতীয় মাটির বড়ো ও গভীর পাত্রবিশেষ ৭। মাসি, মায়ের বোন ৯। সুতোর প্রান্ত, সুতোর সংখ্যা, সূত্র বা প্রসঙ্গ ১০। শিশুকালের বা বালকোচিত ঝগড়াঝাঁটি, প্রেমের মান-অভিমান ১১। মর্যাদাশূন্য, সম্মান নেই এমন ১৩। চৌকো ছিদ্রযুক্ত বেড়া, জালতি।

সমাধান ■ ২১৪৩

পাশাপাশি ঃ ১। নিযুত ৩। বজ্রকেতু ৪। বখিল ৫। রাজমার্গ ৭। জিউ ১০। কমা ১২। আমআদা ১৪। লক্তক ১৫। বাজিমাত ১৬। নাগরি।

উপর-নীচ ঃ ১। নিমরাজি ২। তবক ৩। বলরাম ৬। মাশুক ৮। উত্তম ৯। আদালত ১১। মারামারি ১৩। মাকনা।

লোকসভা ভোটের আগে রামমন্দির নিয়ে সক্রিয়তা বাড়াবে গেরুয়া শিবির

রামমন্দির নির্মাণ প্রশ্নে বর্তমানে হিন্দুত্ববাদীদের চাপ ক্রমশ প্রবল হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী কি শেষপর্যন্ত অধ্যাদেশ জারির পথে হাঁটবেন? বিশ্লেষণ করেছেন আদিত্য আমির।

রামমন্দির নিয়ে সুপ্রিমকোর্টের ধীরে চলার সিদ্ধান্ত বিজেপি'র অস্বস্তিকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ, বিচারপতি সঞ্জয় কিষণ কাউল ও বিচারপতি কেএম জোশেফের বেঞ্চ অযোধ্যা মামলার শুনানি আগামী বছর জানুয়ারিতে করার নির্দেশ দিয়েছে। এক্ষেত্রে শীর্ষ আদালতের অবস্থান যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ কিন্তু জানুয়ারি থেকে ধারাবাহিকভাবে শুনানি চালু করার কথা বলেনি। শীর্ষ আদালত যা বলেছে তা হল, অযোধ্যা মামলার জন্য নতুন বেঞ্চ গঠন করা হবে। সেই বেঞ্চই শুনানির দিন ঠিক করবে। আগামী বছরের শুরুতে কোন বেঞ্চে মামলা চলবে তা স্থির হলেও কবে থেকে শুনানি হবে তা কিন্তু চূড়ান্ত হবে না। নতুন বেঞ্চ যখন মনে করবে তখন শুনানি শুরু হবে। সেটা জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি বা মে যে কোনো সময় হতে পারে।

লোকসভা ভোটের আগে রামমন্দির নিয়ে এই কালক্ষেপে স্বাভাবিকভাবেই প্রবল অস্বস্তিতে বিজেপি। সংগঠনের অন্দরে রামমন্দির তৈরির প্রক্রিয়ায় গতি আনার দাবি জোরালো হচ্ছে। অযোধ্যার বিতর্কিত জমিতে মন্দির গড়তে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপর অধ্যাদেশ জারির জন্য চাপ বাড়ছে। বিজেপি সাংসদ সুব্রহ্মণিয়ম জানিয়েছেন, 'আমি চাই যত দ্রুত সম্ভব রামমন্দির নির্মাণের জন্য অধ্যাদেশ আনুক সরকার।' রামমন্দির নিয়ে বিজেপি নেতাদের চেয়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ (আরএসএস) ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের (ভিএইচপি) মতো সংগঠনগুলির সুর আরও কিছুটা চড়া। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের (ভিএইচপি) কার্যকরী সভাপতি অলোক কুমার জানিয়েছেন, 'আমরা রামমন্দির ইশ্যুতে জোরদার আন্দোলনে নামব। সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের আগেই যাতে মোদি সরকার রামমন্দির তৈরির জন্য অধ্যাদেশ জারির পদক্ষেপ করে সেজন্য চাপ বাড়াবে ভিএইচপি।

তবে রাম মন্দির নিয়ে বিজেপি, আরএসএস, ভিএইচপি নেতাদের যতোই তাড়াহুড়ো থাকুক না কেন রঞ্জন গগৈ যে এব্যাপারে ধীরে চলো নীতি নিয়েই চলবেন সেটা তাঁর নেতৃত্বাধীন বেঞ্চের সিদ্ধান্ত থেকে স্পষ্ট। বর্তমানে অযোধ্যা মামলার অগ্রগতি থেকে অনুমান করা যায় ২০১৯ এর লোকসভা ভোটের আগে এনিয়ে আদালতের রায় মেলা কঠিন। নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় আসার পর অনেকেই মনে করেছিলেন এবার রামমন্দির তৈরি হওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা। প্রধানমন্ত্রী পদে মোদি শপথ নেওয়ার পর সাড়ে চার বছর কেটে গিয়েছে। এখনও মন্দির নির্মাণের কাজ কিছুই এগোয়নি। এনিয়ে হিন্দুত্বের ধারক-বাহকদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছিল। সুপ্রিমকোর্টের সিদ্ধান্ত সামনে আসার পর সেই ক্ষোভের অভিমুখ শীর্ষ আদালতের দিকে ঘুরে গিয়েছে। রামমন্দির নির্মাণের অন্যতম পুরোধা অযোধ্যার নির্মোহী আখড়ার বক্তব্য, 'ইয়ে গলত কাম কোর্ট কর রাহা হ্যায়' (এই অন্যায় কাজ আদালত করছে)। রাম জন্মভূমি ন্যাসের তরফে রাম বিলাস বেদান্তী জানিয়েছেন, 'অব তো কোর্ট কা ইনতেজার করনা পড়েগা' (এবার আদালতের পরবর্তী নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করতে হবে)।

রামমন্দির নিয়ে শীর্ষ আদালতের সিদ্ধান্ত লোকসভা ভোটের আগে কংগ্রেসকে যে কিছুটা স্বস্তি দেবে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কংগ্রেসের আইনজীবী নেতা কপিল সিবাল অনেকদিন ধরেই এই ধরনের একটি অবস্থানের পক্ষে সওয়াল করছিলেন। ২০১৪ সালের আগে থেকেই বিজেপি সুকৌশলে রামমন্দির তৈরির আবেগকে জাগিয়ে তুলে সংখ্যাগুরু ভোটারদের এক ছাতার তলায় নিয়ে আসার চেষ্টা করছে। যার পরিণামে ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচন ও তৎপরবর্তী বিধানসভা ভোটে গেরুয়া শিবির নির্ণায়ক সাফল্য পেয়েছিল। কিন্তু রঞ্জন গগৈয়ের সাম্প্রতিক নির্দেশ বিজেপি'র সেই রণকৌশলকে অনেকাংশে প্রভাবহীন করে দিয়েছে। এক্ষেত্রে বিজেপি-র সামনে দুটি পথ রয়েছে। এক, রামমন্দিরকে পাশে রেখে শুধুমাত্র উন্নয়নের প্রশ্নে ভোটে যাওয়া। সেক্ষেত্রে বৃহত্তর বিরোধী ঐক্যের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে মোদির পক্ষে আগামী বছর ক্ষমতায় ফেরা কঠিন হতে পারে। নয়তো মন্দির তৈরির জন্য অধ্যাদেশ জারি করা। বিজেপি-র দ্বিতীয় পথে হাঁটার সম্ভাবনা বেশি।

কারণ মন্দির নির্মাণের জন্য অধ্যাদেশ (যার ইঙ্গিত ইতিমধ্যেই উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ দিয়েছেন) জারির পর সেটি আইনে পরিণত করার দাবি উঠবে। রামমন্দির তৈরির জন্য সরকার সংসদে বিল আনলেও তা রাজ্যসভায় পাস না হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। লোকসভায় হীনবল হলেও রাজ্যসভায় এখনও কংগ্রেসের সাংসদ সংখ্যা সমীহ করার মতো। রাহুল গান্ধির দল প্রথম থেকেই আদালতের রায় মেনে চলার পক্ষে। ফলে লোকসভা যেখানে বিজেপি তথা এনডিএ-র নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে সেখানে রামমন্দির তৈরির বিলটি পাস হয়ে গেলেও কংগ্রেসের সমর্থন ছাড়া তা রাজ্যসভায় পাস করানো কার্যত অসম্ভব। গুজরাট বিধানসভা ভোটের সময় থেকে রাহুল গান্ধির নরম হিন্দুত্ব নিয়ে বিজেপি-র অস্বস্তি বাড়ছে। কর্ণাটকের ভোট যুদ্ধের পর যা আরও প্রবল হয়। মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানের বিধানসভা ভোটের ময়দানেও কংগ্রেস সভাপতি যে নরম হিন্দুত্বের ব্যাটেই রান তোলার চেষ্টা করবেন তা তাঁর মন্দির দর্শনের কর্মসূচি থেকে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে কংগ্রেস রাজ্যসভায় রামমন্দির বিলের বিরুদ্ধে ভোট দিলে অথবা ভোটাভুটিতে অনুপস্থিত থাকলে (যার সম্ভাবনা কম) তা বিজেপি-র প্রচারের হাতিয়ার হয়ে উঠবে। উত্তরপ্রদেশে বিজেপি-র প্রধান বিরোধী পক্ষ অখিলেশ যাদবের সমাজবাদী পার্টি নিশ্চিতভাবেই সংসদে মন্দির তৈরির প্রস্তাবের বিরোধিতা করবে। মায়াবতীর পক্ষেও প্রকাশ্যে বিজেপি-র সুরে সুর মেলানো কঠিন। তাই অধ্যাদেশকে সামনে রেখে এক ঢিলে অনেক পাখি শিকারের এই সুযোগ বিজেপি-র পক্ষে হাতছাড়া করা কঠিন।

> বিজেপি-র সামনে দুটি পথ রয়েছে। এক, রামমন্দিরকে পাশে রেখে শুধুমাত্র উন্নয়নের প্রশ্নে ভোটে যাওয়া। সেক্ষেত্রে বৃহত্তর বিরোধী ঐক্যের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে মোদির পক্ষে আগামী বছর ক্ষমতায় ফেরা কঠিন হতে পারে। নয়তো মন্দির তৈরির জন্য অধ্যাদেশ জারি করা।

অধ্যাদেশ জারির ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বিজেপি সভাপতি অমিত শা। ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে মেরুকরণের চেষ্টা বিজেপি'র পক্ষে বুমেরাং হবে কিনা তা খতিয়ে দেখেই পদক্ষেপ করবেন তাঁরা। সদ্য জাপান সফর সেরে ফিরেছেন নরেন্দ্র মোদি। সামুরাইয়ের দেশের আবহাওয়া তাঁকে 'কামিকাজি' (আত্মঘাতী হামলা) মনোভাব নিয়ে বিরোধীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে অনুপ্রাণিত করে কিনা সেটা দেখার বিষয়। যাই হোক না কেন, রঞ্জন গগৈ-এর নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ যে রাজনৈতিক দলগুলির নেতাদের চিন্তা করার নতুন বিষয়ের জোগান দিয়েছে তা নিয়ে সন্দেহ নেই। বিজেপি নেতা গিরিরাজ কিশোরের ব্যাঘ্র গর্জন, 'হিন্দুদের ধৈর্য শেষ হয়ে আসছে।' বিজেপি আরএসএসের নেতারাও গিরিরাজের সঙ্গে একমত হয়েছেন। রামমন্দির নিয়ে বিজেপি তথা কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থান, 'এটি একটি আবেগের বিষয়। যত দ্রুত সম্ভব রামমন্দির মামলার রায় দিক আদালত'। বিপরীতে রঞ্জন গগৈ-এর বক্তব্য মন্দির মামলার শুনানি ছাড়াও আদালতের অন্য কাজ রয়েছে।

২০১৯ সালের ভোট যুদ্ধের জন্য যে রাজনৈতিক সক্রিয়তা আরও কয়েকমাস পরে শুরু হওয়ার কথা ছিল গগৈ-এর সৌজন্যে তা আগেই শুরু হয়ে গিয়েছে। রামমন্দিরের ধারণার সঙ্গে শুধু সংখ্যাগুরুর আবেগই নয়, এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে বাবরি মসজিদের জমিতে মন্দির তৈরির সম্ভাব্যতা, রাজনীতি, যুক্তি এবং সর্বোপরি সাংবিধানিক নৈতিকতা। শীর্ষ আদালত ও কেন্দ্রীয় সরকার দু'পক্ষকেই এই সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

(আইপিএ সার্ভিস)

জনমত

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

সুস্থ সমাজের স্বার্থে জীবনশৈলী বদলাতে হবে

নভেম্বর মাস এলেই মনে পড়ে যায় শিশুদরদি চাচা নেহরুর কথা। ১৪ নভেম্বর তাঁর পুণ্য জন্মদিন। ওই দিনটি পালিত হয় শিশুদিবস রূপে। জহরলাল নেহরু শিশুদের জন্য যেভাবে ভেবেছিলেন, তাদের জন্য যে জগৎ গড়তে চেয়েছিলেন, যে পরিবেশ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, তার কতটুকু সফল হয়েছে, তা ভাবার সময় এসেছে। কারণ আজকের শিশুরা বড়োই অসহায়! তাদের শৈশব আজ বিপন্ন। শিশুরা আজ পরিণত হয়েছে অভিভাবকদের অন্ধ আত্মগরিমা প্রকাশের উপকরণে। বর্তমানে দেশের শিশুরা যে চিন্তাধারার মাধ্যমে প্রতিপালিত হচ্ছে এবং পরিণত বয়সের দিকে এগিয়ে চলেছে, তা ভবিষ্যতের জন্য কতখানি নির্ভরযোগ্য, তা প্রশাসনকে এবং বিশেষ করে অভিভাবকদের অবিলম্বে ভেবে দেখতে হবে। শিশুদের মুখে বুলি ফোটামাত্র, তাদের নিক্ষিপ্ত করা হচ্ছে প্রতিযোগিতার সাগরে। তাদের মন্ত্রগুপ্তি দেওয়া হচ্ছে- হতে হবে সেরা, নইলে তারা জীবনতরণির হালে পানি পাবে না। শিশুদের প্রতি এই নির্দেশের অন্তরালে রয়ে যাচ্ছে অভিভাবকদের অন্য একটি উদ্দেশ্য। যা হল, অভিভাকদের আত্মগরিমা এবং পারিবারিক পরিচিতি প্রকাশের এক বিশেষ প্রয়াস।

আজকের পিতামাতারা মনে করছেন তাঁদের সন্তান সর্বক্ষেত্রে- সর্ববিষয়ে সেরা হতে না পারলে, তাঁদের পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত মানসম্মান একেবারে খতম হয়ে যাবে। সেইসঙ্গে অভিভাবকরা বর্তমানে তাঁদের নিজেদের জীবনের অপূর্ণতাকে এবং অতৃপ্ত বাসনাকে চরিতার্থ করার জন্য তাঁদের সন্তানদের ব্যবহার করছেন যুদ্ধাস্ত্ররূপে। আর তার ফলে শিশুরা আজ পরিণত হয়ে যাচ্ছে যান্ত্রিক রোবটে। শিশুদের নিজস্বতা আজ বিসর্জিত। ভোরের আলো ফোটামাত্র শিশুদের ঘুমজড়ানো চোখেই, কাঁধে তুলে দেওয়া হচ্ছে বইখাতা, আর নানাবিধ শিক্ষাসরঞ্জাম ভরতি একটা ভারী পিঠব্যাগ। যার ভারে শিশুরা কুঁকড়ে যাচ্ছে।

কিন্তু অতীতে শিক্ষাব্যবস্থা এত নির্মম ছিল না। শিশুরা তখন খেলাধুলা করার এবং রূপকথা শোনার সুযোগ তথা অবকাশ পেত। ঠাকুরমার গল্পের ঝুলি আর কোল তখন ছিল শিশুদের প্রধান সম্পদ। তখন একান্নবর্তী সংসারের ছোটো-বড়ো সকলের সঙ্গে খোলাখুলিভাবে মিশে, শিশুরা স্বাভাবিক ভাবেই সামাজিক মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠত। দৌড়ঝাঁপ এবং খেলাধুলা করার ফলে তারা শারীরিকভাবেও কর্মঠ, পরিশ্রমী, স্বাস্থ্যবান, সুস্থ এবং সুন্দর রূপলাবণ্য নিয়ে বড়ো হয়ে উঠত। অনেক মহাপুরুষের বাল্যকালও ছিল খেলাধুলা আর দুষ্টুমিতে ভরা।

বর্তমানে ছোটো পরিবার গঠনের বিশেষ প্রবণতা দেখা দিয়েছে। যার ফলে সৃষ্টি হয়েছে চরম আত্মকেন্দ্রিকতা এবং স্বার্থপরতা। বৃদ্ধ পিতামাতারা আজ নিক্ষিপ্ত হচ্ছেন বৃদ্ধাশ্রমে অথবা পথেঘাটে। সেইসঙ্গে সংসারের কচিকাঁচারাও হয়ে যাচ্ছে জেদি, একগুঁয়ে, অসহিষ্ণু, বাহ্যজ্ঞানহীন, পরশ্রীকাতর এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে পদস্খলিত হয়ে চৌর্যবৃত্তির শিকার পর্যন্ত। সুতরাং সুষ্ঠু পরিবেশ এবং উন্নত পরিচ্ছন্ন সমাজ গড়ার স্বার্থে জীবনশৈলী এবং মানসিকতার পরিবর্তন করা আশু প্রয়োজন। এর জন্য কিছুটা নস্ট্যালজিক হলেও ক্ষতি নেই। শিশুদের স্বাধীনতা এবং খেলা করার সুযোগ দিতে হবে। এজন্য যদি তার পড়াশোনার কিছুটা ঘাটতি হয়, তবে তাও মেনে নিতে হবে। সর্বক্ষেত্রে সেরা হওয়াই প্রধান বিষয় হতে পারে না। প্রথমে শিশুদের সুস্থ মানসিকতা গঠন করতে হবে। শিশুদের শৈশব সযত্নে রক্ষা করুন। মুঠোফোন থেকে তাদের দূরে রাখুন।

অমল মজুমদার
মদনমোহনপাড়া, দিনহাটা।

জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে সমস্যা

সম্পদের মোট জোগানের তুলনায় লোকসংখ্যা বেশি হলে দেশ অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়ে। দারিদ্র্য, অশিক্ষা, হিংসা, রোগ, ব্যাধির সৃষ্টি হয়। মানুষের আর্থিক অবস্থা খারাপ হতে থাকে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে বনভূমি ধ্বংস হয়, চাষের জমির ক্ষতি হয়। বনভূমি ধ্বংসের ফলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে আসে। বৃষ্টিপাত কমে এলে খরার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। খাদ্যের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে ফসল ফলাতে প্রচুর রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা ছাড়া পথ থাকে না। এরকম নানা সমস্যাই সামনে চলে আসে। তাই জনসংখ্যার চাপ কমাবার জন্য সরকারি উদ্যোগে, বিভিন্ন সমাজ সচেতন গোষ্ঠীর সহযোগিতায় শিক্ষার প্রসার ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা এই মুহূর্তে জরুরি বলে মনে হয়।

শুভজিৎ বোস, শিক্ষক, নকশালবাড়ি।

খালেদার পরিণতি

বাংলাদেশে দুর্নীতির কারণে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার কারাবাসের মেয়াদ বেড়েছে। তাঁর স্বামী ও তাঁর শাসনকালে এ দম্পতি বাংলাদেশের ইতিহাসটাই বদলে দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুকে ব্রাত্য করেছিলেন। জিয়াযুব রহমানের মৃত্যু হয়েছে সেনা অভ্যুত্থানে আর খালেদা পেয়েছেন দণ্ড। ভাবা যায় না।

নিশীথ বসু, চম্পাসারি, শিলিগুড়ি।

দলের কাজে বদল আনুন

বর্তমানে বামেদের করুণ দশা। মানুষ আর তাদের চাইছে না, সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলির ফলাফল সে কথাই বলে। তবুও বলা যায় বামপন্থীদের কাছে রয়েছে একটা দর্শন। শ্রমজীবী সহ সাধারণ গরিব মানুষের স্বার্থে লড়াইয়ের একটা মতাদর্শ। পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথা, শ্রেণি সংগ্রামের কথা যা আজও প্রাসঙ্গিক। কিন্তু বামেদের আদব-কায়দা-চিন্তা-চেতনা আজও বদলেছে কি ? এটা গতির যুগ, সমস্ত সংকীর্ণতা ঝেড়ে ফেলে, কুণ্ডলী থেকে বেরিয়ে এসে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কাজ করতে হবে। সেবামূলক কাজের অভাব নেই। বাম আদর্শ রক্ষা আর তার প্রসার করতে চাইলে ভাবনায় অনেক পরিবর্তন আনা দরকার। আবার ফের ক্ষমতায় ফেরার বাসনা থাকলে দলগুলির উচিত দলের খোলনলচে বদলে ফেলা। নতুন সাইনবোর্ড/নতুন নেমপ্লেট বামপন্থীদের আশার আলো জাগাতে পারে। তাদের ফের শুরু করা দরকার শূন্য থেকে, আর তা হলেই বাড়তে পারে তাদের গ্রহণযোগ্যতা। নচেৎ নৈব নৈব চ !

নির্মল বিশ্বাস
দেবনীগর, আলিপুরদুয়ার।

চাঁদের পরে সূর্য

মহাকাশ গবেষণায় চন্দ্রাভিযান এখন আর খবর নয়। নাসার মহাকাশযান বর্তমানে সূর্যমুখী। মহাকাশযান পার্কার সোলার প্রোব সূর্যের সবচাইতে কাছে পৌঁছে রেকর্ড গড়েছে ইতিমধ্যে। সূর্যকে ছোঁয়ার এই আকাঙ্ক্ষা রোমাঞ্চ জাগাচ্ছে।

সূর্য রায়চৌধুরি
কদমতলা, জলপাইগুড়ি।

প্যাঁচফোড়ন

পরিবর্তনটাই একমাত্র স্থির নিশ্চিত

উত্তরায়ণ দেব

'কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন'! এই কালো মেয়ে আর আলো, কীভাবে যেন মিলেমিশে এক হল। তাই আজ দীপাবলি আর শ্যামাপূজা একে অপরের আত্মীয়। যদিও দুইয়ের মধ্যে সংস্কৃতিগত প্রভেদ রয়েছে। কিন্তু উভয়ের অনুষ্ঠান পালনের সময়টা পিঠেপিঠে হওয়ায় আজ দুজনেই পিঠোপিঠি ভাইবোনের মতো। আর অদ্ভুতভাবেই ভাইবোনের 'ভাইফোঁটা' অনুষ্ঠানও ঠিক এর প্রায় গায়ে গায়েই। দীপাবলির স্থানভেদে 'দিওয়ালি'র বাতি কিছুদিন আগে জ্বলে উঠে আজ সন্ধেতেও বিভিন্ন বাড়ির বারান্দায় মিটমিট করে জ্বলবে। বাড়ির মানুষেরা নিজেরা হয়তো আর তার দিকে ফিরেও তাকাবে না, সে জ্বলে থাকবে বিগত দুদিন যাবৎ জ্বলে থাকার অভ্যাসে।

আসলে অভ্যাসটাই বড়ো দায়। আর এই অভ্যাসেই দীর্ঘ সময় যাবৎ টিকে থাকে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। ভিনদেশি সাংস্কৃতিক ঢেউয়ের প্রাবল্য যতদিন না আছড়ে পড়ে কিংবা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যতদিন না সেই সংস্কৃতি তার রূপ বদলে নেয়, ততদিন সে স্ব-মহিমায় টিকে থাকে। আমরা যারা বয়সে ৫০ সংখ্যাটার উভয় পাশে খুব কাছাকাছি ঘুরঘুর করছি তারা এই রূপ বদলের সাক্ষী। আমরা সাক্ষী বিজ্ঞানের বিশাল এক বিবর্তনের। আমরা সাক্ষী রাত দশটার পর প্রতিবেশী এসে মিষ্টি হেসে কালো ডায়াল ফোন ঘুরিয়ে রাজ্যের অপর প্রান্তে সস্তায় STD কল করে যাওয়া থেকে হাতে হাতে আঙুল ঘষা স্মার্ট ফোনে দেশের যেকোনো প্রান্তে ২৪ ঘণ্টা আনলিমিটেড কলের যুগের। আমরা সাক্ষী রাতে STD বুথে লম্বা লাইনের। আমরা সাক্ষী এক পর্দা সিনেমা হলের বাইরে ব্ল্যাকারের হাতে 'দো কা দশ' টিকিটের গোছা দেখা থেকে ঘরে বসে অনলাইনে একছাদের নীচে একাধিক সিনেমা হলের মধ্যে কোনো একটির নির্দিষ্ট শোয়ের নির্দিষ্ট আসন বুক করার। আমরা সাক্ষী আরও অনেক অনেক কিছুর।

আলোচনার উদ্দেশ্য সেটা নয়। আমরা সাক্ষী এই গুটিকয়েক সন্ধ্যা-রাতের প্রস্তুতিতে জলের বালতিতে মাটির প্রদীপ ডুবিয়ে রাখা, পায়ের থাইয়ে জল ছিটিয়ে তুলো ঘষে সেই প্রদীপের পলতে পাকানো, সস্তার তেল কিনে সন্ধের প্রাক্কালে ভেজা প্রদীপ মুছে মুছে তেল ভরে পলতে ডোবানো, সেই তেল পলতে ভরা প্রদীপ প্রাচীর ও বারান্দার রেলিং, চওড়া গ্রিল, জানালা, সিঁড়ি, গেট, দরজার দুপাশ ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গায় সেগুলো সাজিয়ে রেখে অন্যের বাড়ি তাক করে বসে থেকে আশপাশের বাড়িগুলিতে প্রদীপ জ্বলতে শুরু করতেই বড়ো একটি মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রতিটি প্রদীপ জ্বালানো, এরপর হাতে একটা কাঠি নিয়ে খানিক বাদে নিবু নিবু প্রদীপগুলো উসকে দেওয়ার সে এক বিরাট কর্মযজ্ঞের। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রেডিমেড মোমবাতি এসে ক্রমে সেই প্রদীপের জায়গার দখল নিল। আমাদের শ্রম লাঘব হল খানিক, অবচেতনে মানসিক একাত্মতাও কমে গেল কিছুটা। এরপর লাল, নীল টুনি বাল্‌বের শেকল এসে ছেয়ে গেল চারপাশ। আর এখন ভিনদেশি কম খরচের নিত্যনতুন রঙিন আলোর মালা আমাদের একটা সংস্কৃতিকে আড়াল করে দিতে শুরু করেছে। পারিশ্রমিক নিয়ে আলো দিয়ে ঘর বারান্দা সাজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে অন্য কেউ।

অনেকেই হয়তো বলবেন অতীতের সবকিছুই কেমন যেন হারিয়ে যাচ্ছে। আসলে ঠিক তা নয়। এই পরিবর্তনটাই একমাত্র স্থির নিশ্চিত। বিজ্ঞানের অগ্রগতির কিছু সুবিধে অবশ্যই আছে। তাই এখন পথেঘাটে মেশিনের পেট টিপলেই যেখানে প্রয়োজনীয় টাকা বেরিয়ে আসে তখন মুদ্রার পরিবর্তে পণ্য দিয়ে পণ্য ক্রয় গল্প-কথা হয়ে ওঠে। শরীরে ছোট্ট ফুটো করে ভেতরে ক্যামেরা ও সূক্ষ্ম যন্ত্র প্রতিস্থাপন করে বাইরের স্ক্রিন দেখে যখন অস্ত্রোপচার করা হচ্ছে তখন রুগির হাত-পা শেকল দিয়ে বেঁধে অস্ত্রোপচার গল্প-কথা হয়ে ওঠে। হাতে ধরা মুঠো যন্ত্রের মাধ্যমে যখন বার্তা বা মেল পাঠিয়ে দেওয়া যাচ্ছে তখন এক পায়ে ঘুঙুর বেঁধে, এক হাতে বল্লম ও পিঠে বওয়া চিঠির বস্তা নিয়ে সারারাত দৌড়ে যাওয়া 'রানার' গল্প-কথা হয়ে ওঠে। সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার দেশে বাচ্চাদের জন্য বলা গল্পের শুরুটা তাই অনেক সময় 'এক দেশে এক রাজা ছিল' এভাবে শুরু হয়। তাই দীপাবলির আলোর রোশনাইয়ের চরিত্র ও বর্ণ আগামীতে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হয়তো আরও বদলে যাবে। হয়তো সেদিন শিশুর গল্প-কথা শুরু হবে 'মাটির এক ছোট্ট প্রদীপ ছিল-' !